সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সামিট টাওয়ার্স বাংলালিংকের ২৫৯টি টেলিকম টাওয়ার নির্মাণ করবে

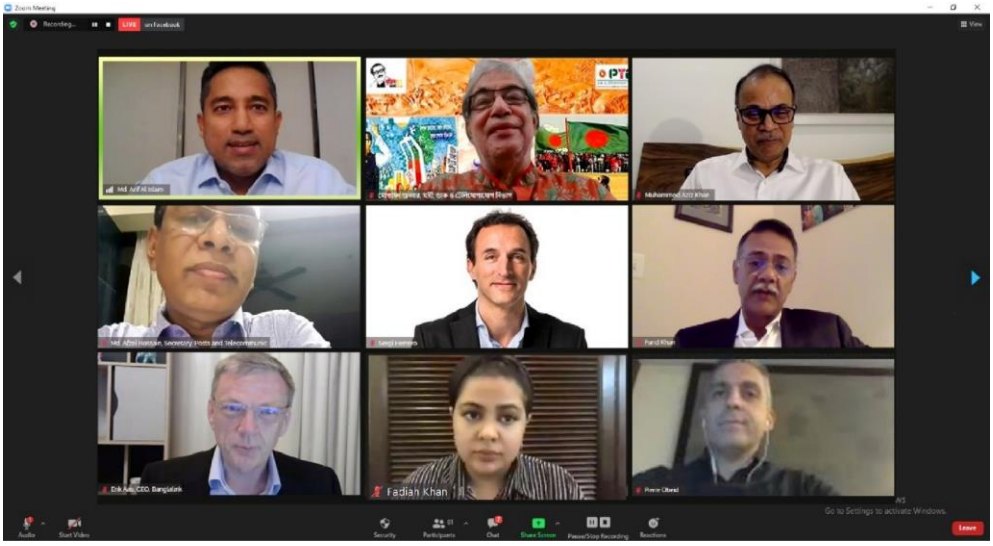

ছবি ক্যাপশন: ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার-এর উপস্থিতিতে ভার্চুয়াল সভায় সামিট টাওয়ার্স এবং বাংলালিংকের মধ্যে বিল্ড-টু-স্যুট ভিত্তিতে ২৫৯টি টেলিকম টাওয়ার নির্মাণকাজের মাইলফলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(ঢাকা) ২৬ নভেম্বর ২০২০, বৃহস্পতিবার: আজ সামিট গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান, সামিট টাওয়ার্স-এর বিল্ড-টু-স্যুট ভিত্তিতে ২৫৯টি টেলিকম টাওয়ার নির্মাণকাজের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা দিয়েছে। এই মাইলফলক চুক্তিটি সামিট টাওয়ার্স- এবং বাংলালিংকের সাথে দীর্ঘ-মেয়াদী অংশীদারিত্বের সূচনা করেছে। বাংলালিংককে সাথে নিয়ে এসটিএল ২০২১ সালের জানুয়ারি মাস নাগাদ এই ২৫৯টি টাওয়ার স্থাপন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এসটিএল আগামী বছরগুলোতো বাংলালিংকের পাশাপাশি অন্যান্য মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের সাথে দেশজুড়ে আরও টাওয়ার স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী **মোস্তাফা জব্বার** বলেন, "আজকের এই যাত্রা কোয়ালিটি অব সার্ভিসের ক্ষেত্রেও একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে। তিনি বলেন, আজকের এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ২০১৮ সালে ৪টি কোম্পানির স্বাক্ষরিত টাওয়ার শেয়ারিংয়ের চুক্তির মাধ্যমে গৃহীত উদ্যোগের যাত্রা শুরু হলো। এর ফলে বিশাল বিনিয়োগ নির্ভর টেলিকম খাতে মোবাইল অপারেটরদের জন্য নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের কাজটি যেমন সহজ হয়েছে তেমনি গুণগত মানের মোবাইল সেবা প্রদানের বিষয়টিও অপারেটরদের জন্য সহজতর হয়েছে। তিনি বলেন, গুণগত সেবা নিশ্চিত করতে স্পেকট্রাম সহসাই নিলাম করা হবে।"

বাংলালিংকের চেয়ারম্যান ও ভিয়ন-এর গ্রুপ কো-সিইও **সার্গে হেররো** বলেন, "আমরা বাংলাদেশকে প্রবৃদ্ধির অপার সম্ভাবনার দেশ হিসেবে দেখি। ডিজিটাল সেবার সম্ভাবনা বিবেচনায় আমরা বাংলালিংকে নেটওয়ার্ক এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম উন্নয়নে ব্যাপক বিনিয়োগ করেছি যার ফলে সাম্প্রতিক সময়ের নেটওয়ার্কের সক্ষমতার উন্নতি হয়েছে। সামিটের সাথে এই চুক্তির ফলে, বাংলালিংকের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে নতুন গতির সঞ্চার হবে। বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে সামিটের অনবদ্য অবদান আমাদের উপর ভরসা দিয়েছে আমাদের এই ডিজিটাল যাত্রা সঙ্গী হিসেবে বেছে নিতে। বাংলালিংক সরকারের ডিজিটাল নীতি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করতে দৃঢ়ভাবে অর্পিত। টেলিযোগাযোগ শিল্পে সমান- সুযোগ আর নীতি অনুকূলে থাকলে ভিয়ন ভবিষ্যতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে যাবে।"

সামিট টাওয়ার্স লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও **আরিফ আল ইসলাম** বলেন, "প্রথম টাওয়ার কোম্পানী হিসেবে নতুন টাওয়ারকো নীতিমালার আওতায় অনুমোদিত সার্ভিস লেভেল চুক্তির ভিত্তিতে টাওয়ার সেবা শুরু করতে পেরে আমরা সত্যিই গর্বিত। সামিট গ্রুপ গত চার দশক ধরে দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এক দশক আগে সামিটের ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক এবং গেটওয়ে স্থাপনের মাধ্যমে টেলিকম অবকাঠামো উন্নয়নখাতে প্রবেশ করে এবং এখন তাতে টাওয়ার অবকাঠামো নির্মাণ নতুন করে পোর্টফোলিওতে যুক্ত হলো। জাতীয় পর্যায়ে আসন্ন ৫জি নেটওয়ার্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে আমাদের জন্য এটি একটি অনন্য সুযোগ। আমাদের প্রতি আস্থা রাখবার জন্য বাংলালিংককে আমরা কৃতজ্ঞ। এই অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করতে বাংলালিংককে সম্ভাব্য সর্বোত্তম সেবা দিতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।"

বাংলালিংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) **এরিক অস** বলেন, "দেশজুড়ে বাংলালিংকের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ প্রচেষ্টায় অংশীদার হওয়ার জন্য আমি সামিটকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। তাদের অবকাঠামো-সহায়তা আমাদের নিশ্চিতভাবে আগামীতে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আমরা সরকারের সকল উদ্যোগকে স্বাগত জানাই যা এই শিল্পে ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে গ্রাহককে উপকৃত করে, তাদের এই প্রচেষ্টার আমরা সমাদর করি। এমন উদ্যোগ "ডিজিটাল বাংলাদেশের" অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখবে।"

উক্ত ভার্চুয়াল সভায় উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মোঃ আফজাল হোসেন,বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনের (বিটিআরসি) মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. এহসানুল কবীর, সামিট গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আজিজ খান, ভাইস-চেয়ারম্যান ফরিদ খান, গ্রুপ সিইও ভিয়ন গ্রুপ সার্গে হেরেরো, বাংলালিংকের চিফ করপোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার তাইমুর রহমান, সামিট গ্রুপের পরিচালক ফাদিয়া খানসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

সামিট টাওয়ার্স সম্পর্কে:
টেলিকম টাওয়ারকে মোবাইল টেলিযোগযোগ ব্যবস্থার ধমনী বলা হয়। সামিট টাওয়ার্স লিমিটেড (এসটিএল), সামিট কমিউনিকেশনস্ লিমিটেডের (এসসিএল) একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) সামিট টাওয়ার্সকে সারা দেশে টাওয়ার শেয়ারিং অবকাঠামো পরিষেবার লাইসেন্স প্রদান করে। ২০২০ সালের অক্টোবরে এসটিএল বিটিআরসি থেকে সার্ভিস লেভেল চুক্তি (এসএলএ) পায়। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৯-এর অংশ হিসাবে এসটিএল ইন্টারনেটের পাশাপাশি মোবাইল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে সকলের কাছে ইন্টারনেটের দ্বার খুলে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। টাওয়ার শেয়ারিং মডেলটি পরিবেশ-বান্ধব এবং অবকাঠামোর সর্বাপেক্ষা ব্যবহার নিশ্চিত করে আর সেই সাথে গ্রাহক পর্যায়ে ইন্টারনেট যোগাযোগের ব্যয় হ্রাস করবে। ((http://www.summitcommunications.net/stl)

বাংলালিংক সম্পর্কে:
বাংলালিংক দেশের অন্যতম ডিজিটাল সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রাহকদের জন্য ডিজিটাল দুনিয়ার অপার সম্ভাবনা উন্মোচনের লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। প্রযুক্তির মাধ্যমে জীবনযাত্রার পরিবর্তনে বিশ্বাসী বাংলালিংক ডিজিটাল যুগের চাহিদা পূরণে সক্ষম একটি প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হওয়ার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। এটি নেদারল্যান্ডভিত্তিক সংযোগ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ভিওন লিমিটেড-এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান, যা নাসডাক ও ইউরোনেক্সটের তালিকাভুক্ত।

ওয়েবসাইট	:	www.banglalink.net
ফেসবুক	:	www.facebook.com/banglalinkdigital
টুইটার	:	https://twitter.com/banglalinkmela
ইউটিউব	:	https://www.youtube.com/banglalinkmela/
লিংকইডইন	:	https://www.linkedin.com/company/6660/
ইন্সটাগ্রাম	:	https://www.instagram.com/banglalink.digital/

মিডিয়া অনুসন্ধানের জন্য:
- মোহসেনা হাসান| ইমেইল: mohsena.hassan@summit-centre.com | মোবাইল +৮৮০১৭১৩০৮১৯০৫
- অঙ্কিত সুরেকা | ইমেইল: asureka@banglalink.net| মোবাইল +৮৮০১৯২৬৬৬২৯৬২ |বাংলালিংক